দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ১০-০৪-২০২৫ (পৃঃ ০১,১৫)

তীব্র তাপপ্রবাহ ও অনাবৃষ্টি

এবার বোরো উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে শঙ্কা

তাপপ্রবাহের কারণে বোরো উৎপাদনে কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা হতে পারে। তবে ধান রক্ষায় কৃষককে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে : ব্রির মহাপরিচালক

■ মুন্না রায়হান

দেশের ধান উৎপাদনের সবচেয়ে বড় জোগান আসে বোরো মৌসুম থেকে। বলা যায়, দেশের খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে বোরোর উৎপাদন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু এবার দেশের কোথাও কোথাও তীব্র তাপপ্রবাহ ও অনাবৃষ্টি বোরোর বাম্পার ফলন তো দূরের কথা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিয়েই শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) জানিয়েছে, দেশে এবার বোরোর উৎপাদন ভালো হয়েছে। কিন্তু তাপপ্রবাহের জন্য কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা হতে পারে। ধানে চিটা হতে পারে। এ অবস্থায় তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে ধান রক্ষায় কৃষককে আগাম পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জমিতে যেন কোনোভাবেই পানির ঘাটতি না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, একদিকে তাপমাত্রা বেশি। অন্যদিকে বৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে ব্লাস্টের ঝুঁকি রয়েছে।

তবে এ পরিস্থিতির মধ্যেও স্বস্তির বিষয় রয়েছে। সরেজমিনে নেত্রকোনার বিভিন্ন হাওরাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, হাওরের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে আগাম জাতের বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। দ্রুত এই ধান ঘরে তুলতে পারলে বিরূপ আবহাওয়া থেকে হাওরের ধান রক্ষা করা সম্ভব হবে। এছাড়া, উত্তরাঞ্চলে অধিকাংশ জমির ধান ফুলে বেরিয়েছে। ধানের চেহারা বেশ ভালো। তবে এ সময় বৃষ্টি হলে আবাদ নিয়ে কোনো ধরনের শঙ্কার মধ্যে থাকতে হতো না বলে কৃষকরা জানিয়েছেন। আবহাওয়া অফিস গতকাল ইত্তেফাককে জানিয়েছে, দেশে গত বছরের এই সময়ের তুলনায় এবার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। তবে চলতি এপ্রিল মাসের দুই-একদিনের মধ্যে আবার ১৭/১৮ তারিখের দিকেও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এ বৃষ্টি হলে রোগবালাইয়ের

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

এবার বোরো উৎপাদনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাত থেকেও বোরো রক্ষা পাবে। কারণ, ইতিমধ্যে যশোর জেলায় সর্বোচ্চ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া, ৪০টি জেলায় মৃদু থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে গেছে। আমাদের নেত্রকোনা প্রতিনিধি শ্যামলেন্দু পাল ও খালিয়াজুরী প্রতিনিধি মহসিন মিয়া জানিয়েছেন, নেত্রকোনা জেলার ১০টি উপজেলার মধ্যে পাঁচটি হাওর উপজেলায় বোরো ধান কাটা আংশিকভাবে শুরু হয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকে পুরো দমে বোরো ধান কাটা শুরু হবে। বর্তমানে যে হারে বোরো জমিগুলো রোদ পাচ্ছে তাতে ফলনও ভালো হবে। তবে একটা বৃষ্টি হলে আরো ভালো হত বলে কৃষকরা জানান। জেলার মদন ও খালিয়াজুরীর রসুলপুর, জগন্নাথপুর, মদনের গোবিন্দশ্রীসহ কয়েকটি হাওর এলাকা পরিদর্শনে দেখা গেছে, কৃষকরা পাকা ধান কাটা শুরু করেছেন। মদন উপজেলার বৃ-বড়িকান্দি গ্রামের কৃষক সাদেক মিয়া, বিধান আদিত্য, পলাশ মিয়া এবং মোখলেস মিয়া বলেন, এবার বোরো ধানের ফলন ভালো হয়েছে। তারা পাকা ধান কাটা শুরু করেছেন। যদি বড় ধরনের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না আসে তাহলে তারা তাদের জমির সব ধান ঘরে তুলতে পারবেন।

রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা দীপক কুমার কর জানিয়েছেন, এই এলাকার অধিকাংশ জমির ধান ফুলে বেরিয়েছে। ধানের চেহারা খুব ভালো। কোন ঝড়-ঝামেলা না হলে ভালো ফলনের আশা করছেন স্থানীয় কৃষকরা। তারা বলেছেন, ২০/২৫ দিনের মধ্যেই ধান কাটা শুরু করবেন তারা। উপজেলার চান্দাইকোনা ইউনিয়নের চান্দাইকোনা পূর্বপাড়া গ্রামের কৃষক পল্টন কুমার বলেন, তিনি পাঁচ বিঘা জমিতে শোভনলতা ধানের চাষ করেছেন। এবার বৃষ্টি না হওয়ায় সেচ বেশি দিতে হচ্ছে বলে তিনি জানান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) তথ্য বলছে, ৫০ লাখ হেক্টর জমিতে এবার বোরো আবাদ হয়েছে। আর বোরো ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২ কোটি ২৬ লাখ টন। ফলনের লক্ষ্যমাত্রা হেক্টরপ্রতি ৪ দশমিক ৪৬ টন। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে বোরোর উৎপাদন ছিল ২ কোটি ১০ লাখ টন। আর ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২ কোটি ৭ লাখ টন, ২০২১-২২ অর্থবছরে ২ কোটি ১ লাখ টন ও ২০২০-২১ অর্থবছর ১ কোটি ৯৮ লাখ টন ধান উৎপাদন হয়। এদিকে সম্প্রতি দেশে চাল উৎপাদন পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)। সংস্থাটির বৈদেশিক কৃষিসেবা বিভাগের (এফএএস) 'ওয়ার্ল্ড অ্যাগ্রিকালচারাল প্রডাকশন' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ধানের আবাদ কমে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশে এবার চালের উৎপাদন ৪ লাখ টন কমতে পারে। এ প্রসঙ্গে ব্রির মহাপরিচালক কৃষি বিজ্ঞানি ড. খালেকুজ্জামান বলেন, দেশের এবার ধানের আবাদ কম হচ্ছে। এই তথ্য তারা কোথা থেকে পেয়েছে বলতে পারছি না। তবে উৎপাদন কম হতে পারে—এটা বলার সময় এখনো আসেনি। কারণ, তাপমাত্রা ও অনাবৃষ্টির কারণে আমরা উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করছি। কিন্তু এমন তো হতে পারে আমাদের শঙ্কাকে ভুল প্রমাণ করে বোরোর বাম্পার ফলন হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ১০-০৪-২০২৫ (পৃঃ ১৬,০২)

বোরো মৌসুমে সাড়ে ১৭ লাখ টন ধান-চাল কিনবে সরকার

প্রতি কেজি চাল ৪৯ ও ধান ৩৬ টাকায় কেনা হবে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আসন্ন বোরো মৌসুমে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে সাড়ে ১৭ লাখ টন ধান ও চাল কিনবে সরকার। এর মধ্যে সাড়ে ৩ লাখ টন ধান ও ১৪ লাখ টন সেদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি কেজি বোরো ধান ৩৬ টাকা ও চাল ৪৯ টাকায় কেনা হবে।

গতকাল বুধবার সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। সভা শেষে খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। সভায় গম কেনার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কী পরিমাণ গম কেনা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। প্রতি কেজি গম ৩৬ টাকা দরে কেনা হবে। আগামী ২৪ এপ্রিল থেকে সারা দেশে বোরো মৌসুমের ধান-চাল সংগ্রহের এ অভিযান শুরু হবে। এই সংগ্রহ অভিযান চলবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত।

আলী ইমাম মজুমদার বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয় যে উৎপাদন খরচ দিয়েছে পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বোরো মৌসুমে সাড়ে

১৬ পৃষ্ঠার পর

তার সঙ্গে লাভ যুক্ত করে ধান ও চালের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছর বোরোতে ৫ লাখ টন ধান, ১১ লাখ টন সেদ্ধ চাল এবং ১ লাখ টন আতপ চালসহ ১৭ লাখ টন ধান-চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তখন প্রতি কেজি বোরো ধান ৩২ টাকা, সেদ্ধ চাল ৪৫ টাকা এবং আতপ চাল ৪৪ টাকা দরে কেনে সরকার। এ হিসেবে এবার ধান ও চালের সংগ্রহ

মূল্য গত বছরের তুলনায় কেজিপ্রতি চার টাকা বেশি।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
Date: 10-04-2025 (Page: 04)

Boro harvest begins in Sunamganj haor areas

Daily Sun Report, *Sunamganj*

Farmers in the haor areas of Sunamganj have begun harvesting Boro paddy after achieving satisfactory yields this year. Some farmers have hired workers, while others have utilized machines for the harvesting process.

Harvesting is currently taking place in Jamalganj, Bishwambarpur, Jagannathpur, Dharmapasha, Shantiganj, Tahirpur, and Sadar upazilas within the district. However, concerns about the weather persist, as recent hailstorms and storms have damaged some crops.

Farmers hope for favourable weather conditions, believing that if it holds, their hard work will pay off. They look forward to harvesting, threshing, and drying their paddy in good weather.

According to the Department of Agricultural Extension, this year, 223,502 hectares of land in the district have been planted with Boro paddy, with a target of producing 918,000 tonnes of rice. Among the areas planted, hybrid rice covers 67,550 hectares, high-yielding varieties are on 154,973 hectares, and local varieties occupy 979 hectares. This data indicates a decline in the cultivation of local rice varieties this year.

Rafiq Mia, a farmer from Krishna Nagar village in Bishwambarpur upazila, shared, "This time, the harvest has been good. If we can properly harvest and dry the rice, we will be happy and won't have to worry for the rest of the year."

Kabir Khan, a farmer from Niamatpur village in Jamalganj upazila, remarked, "This single crop is our wealth for the entire year. We depend on it. This year, we have witnessed bumper production and have started harvesting. In a few days, a festive atmosphere will be prevalent across the haor areas as the Boro paddy, grown with great effort, will be successfully harvested."

Jasim Uddin, a farmer from Matian Haor in Tahirpur upazila, mentioned that farmers in the haor are preparing for threshing and drying the paddy shortly.

Asaduzzaman, a deputy assistant agriculture officer from the Tahirpur Upazila Agriculture Department, noted, "We have been providing round-the-clock services and advising farmers at the field level to help them produce more crops and protect their harvests from diseases, pests, and spiders."

Bishwambarpur Upazila Agricultural Extension Officer Md Najibullah stated, "If the weather remains favorable, paddy harvesting will start in full swing within a few days. Farmers in the upazila have access to 89 competitive harvester machines for the harvesting process. The yield this time has been promising."

Bimal Chandra Som, the Sylhet Regional Officer of the Department of Agricultural Extension, added, "Four local early varieties of rice–Rata, Tepi Biruin, and Khaiya Boro–are cultivated in small quantities in the haors of Sunamganj. The harvesting of these varieties has already begun, with 7 hectares harvested so far."